ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগ

প্রবল ছাত্র আন্দোলনের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর অধ্যাপক নজরুল ইসলাম গত বুধবার পদত্যাগ করেছেন এবং ঐ দিনই তা গৃহীত হয়েছে। এ কথা চাপা থাকেনি– তাঁরা প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্দেশেই শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর কাজটি যেমন নিন্দনীয় ও গ্লানিকর ছিল, এত পানি ঘোলা করে দেরিতে করার জন্য পদত্যাগও নিতান্তই গ্লানিকরই হয়ে থাকল।

তাৎক্ষণিকভাবে কারও দাবি উত্থাপনের অপেক্ষায় না থেকে কিংবা দাবিমাত্রই পদত্যাগ করলেও তাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং ন্যায়ের পক্ষে আছেন বলে দাবি করতে পারতেন। সে সুযোগটুকু তাঁরা নিজেরাই রাখেননি। ইতিহাস তাঁদের চিরকালই ঘৃণ্য হিসাবেই চিহ্নিত করবে। অন্যদিকে, তাঁদের পদত্যাগকে বিভিন্ন সংগঠন যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয় বলে অভিহিত করেছে, কালের কষ্টিপাথরে সেটাই সত্য হিসাবে চিরনন্দিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর গত ২৩ জুলাই মধ্যরাতে পুরুষ পুলিশের বর্বরোচিত হামলার সকল দায়দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রক্টরের ওপর বর্তায় এবং তাঁদের তা এড়িয়ে যাওয়া ও অস্বীকার করার কোন উপায়ই থাকে না– সে কঠোর নির্মম বাস্তব সত্যটুকু উপলব্ধি করতে সংশ্লিষ্ট উপাচার্য ও প্রক্টরের এত মানসিক বাধা, অনীহা, এত বিলম্ব বস্তুত শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের অতি নীচু স্তরেরই পরিচয় বহন করে। এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের জন্য যেমন, তেমনি গোটা জাতির জন্যই চরম অমর্যাদাকর ও অবমাননাকর। ভবিষ্যতে এই সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের এমন সম্মানজনক পদে সবদিক বিবেচনা করে সবচাইতে যোগ্য ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত করাই হবে এহেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জাতির জন্য একান্তভাবে কাম্য। কোন রকম সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনার কলুষ, কোন দলীয় মনোভাবের নোংরা স্পর্শ যেন এ ক্ষেত্রে মনোনয়নকে কলঙ্কিত করতে না পারে, একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক ও সভ্য দেশে নিশ্চয়ই তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। শামসুন্নাহার হলকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক অনভিপ্রেত ঘটনা, শারীরিক, মানসিক ও মর্যাদাগতভাবে আহত ঐ হলের ছাত্রীবৃন্দ ও তাদের সঙ্গে সমব্যথী ও সহযোদ্ধা গোটা ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের এবং দেশবাসীর তীব্র ক্ষোভ, রোষ ও সপ্তাহব্যাপী প্রচণ্ড প্রতিবাদমুখর আন্দোলন সেই অমূল্য শিক্ষাই গোটা জাতির সামনে তুলে ধরেছে। আমরা নিশ্চয়ই তা কখনই বিস্মৃত হব না। আমরা কায়মনোবাক্যে দেশবাসীর সঙ্গে মিলে প্রার্থনা করব, এ রকম ঘটনার আর যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে। একটানা ৫৬ ঘণ্টা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনশনকারী বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের আমরা তাদের বিজয়ে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ কায়েমের লক্ষ্যে তাদের আন্দোলনের অবশিষ্ট দাবিসমূহ অবিলম্বে মেনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি জোর আহ্বান জানাচ্ছি।